লোকসংস্কৃতির আলিন্দে

সম্পাদনা

কঙ্কনু সহিস

সুকুমার রায়

SCAN AnyScanner

LOKOSANSKRITIR ALINDE
by : Kankanu Sahis & Sukumar Roy

গ্রন্থস্বত্ব : কঙ্কনু সহিস ও সুকুমার রায়

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২০২০

বর্ণ বিন্যাসে : রূপম চক্রবর্তী

মুদ্রক : স্পেকট্রাম অফ্‌সেট
৫বি, কুণ্ডু লেন,
কলকাতা - ৭০০০৩৭

ISBN : 978-93-88857-70-3

মূল্য : ৬০০ টাকা মাত্র

সূচি

ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের অমূল্য রত্ন—ধাঁধা ১৫
ড. রত্না রায়

সাঁওতালি লোককথায় নারী ২০
পাপিয়া মান্ডী

বাঁকুড়া জেলার লোকক্রীড়ার ছড়া ২৭
ড. সেখ জাহির আব্বাস

বাংলা ছড়ায় ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণ ৩৯
গৌরাঙ্গ বিশ্বাস

বাংলা মৌখিক ছড়ায় শিশুর মনোজগৎ ৪৭
নুনম মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের কিংবদন্তি ৫৪
বিপুল পাল

লোকপ্রবাদ : প্রসঙ্গ বিভিন্ন পেশার মানুষ ৬৭
সুকুমার রায়

পৌরাণিক ব্রতকথা ও মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ৭২
সমিত দাস

বাঘ ব্রত : বিস্মৃতির পুনরুদ্ধারে একটি ছেলেদের ব্রত ৮০
সাগর সরকার

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে ফুল ও ফল ৮৯
ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়

আধুনিক রং-পাঁচালী : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক আলোচনা ৯৪
ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল

লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বাঁকুড়া জেলার বিবাহ গীত ১০২
ড. তাপস মণ্ডল

ঝুমুর গানে পুরুলিয়ার কৃষি ও কৃষক ১১২
কঙ্কনু সহিস

মানভূমের টুসু গান ও টুসু সংস্কৃতি ১২০
ড. অরূপ কুমার গোপ মণ্ডল

AnyScanner

বাংলা মৌখিক ছড়ায় শিশুর মনোজগৎ

নুনম মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর আদিম অথচ চিরনূতন সৃষ্টির ধারায় মৌখিক ছড়াগুলির জন্ম। এগুলি কোমল মানব হৃদয়ের স্বতোৎসারিত রসধারার সাহিত্যিক পরিণাম। সুচতুর মস্তিষ্কের সামাজিক বিবেচনা বোধ, ব্যাকরণ জ্ঞান ও ছন্দ-অলঙ্কারের চক্রব্যূহ ভেদ করে কোন সুদূর মানসলোকে স্নেহ সাগরের অতল থেকে ছড়াগুলি অকারণেই জন্ম নিয়েছে। মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। নানা সময়ের নানা সমাজের লোকমানস এগুলি সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল বলেই হয়তো এই লৌকিক ছড়াগুলি পরিবর্তনশীল। পারিপাট্যের অভাবে এগুলি একান্তই আটপৌরে। তবুও বাঙালি ঘরে প্রতিদিনের কর্মমুখর ব্যস্ততায় অর্থহীন এই বিচিত্র ছড়াগুলি বড়ো আপন।

লোকসংস্কৃতির ধারায় প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা প্রভৃতি বাক্‌শিল্পের তুলনায় ছড়ার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর। সম্ভবত সভ্যতার প্রদোষলগ্নে যে মন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল তাই কাল বিবর্তনের ফাঁকে ধর্মবিশ্বাসের ভাবানুষঙ্গ থেকে মুক্তিলাভ করে স্পন্দিত ছন্দের দোলায় ছড়া হয়ে উঠেছে। ছড়া শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান করলে বলা যায় সংস্কৃত শব্দ 'ছটা', প্রাকৃত শব্দ 'ছড়া' হয়ে দেশজ শব্দ 'ছড়া'-তে পরিণতি লাভ করেছে।

তবে খাঁটি 'ছড়া' কোনটিকে বলা হবে সে নিয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে পল্লব সেনগুপ্তের মতামতটি লক্ষণীয়—"যে ছড়ায় ধর্ম-আচার-সংস্কার প্রভৃতি অভিক্ষেপ ঘটে না, লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা সেগুলিকেই ঐ পদবীতে মণ্ডিত করেন। জাদু-ইন্দ্রজাল-অলৌকিকতা-আধিদৈবিকতা ইত্যাদির সংস্পর্শে থাকলে ছড়াগুলির অন্তর্কাঠামো মন্ত্রের সমধর্মী হয়ে যায়।"[১] এখান থেকে ছড়ার বিবিধ আঙ্গিকের অবস্থান লক্ষ করা যায়। বিষয়, গঠন, উপলক্ষ্য ও উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে ছড়াকে আট প্রকার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

১। ছেলে ভুলানো ছড়া—এই ধরনের ছড়া রচনার মূল উদ্দেশ্যই হল শিশুর চিত্ত-বিনোদন। ফলে এখানে শব্দের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য। বরং সে তুলনায় ছন্দের পারিপাট্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় যা শিশুর মনের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই ছড়াগুলির স্রষ্টা অজ্ঞাত। তবে মূলত শিশুকে কেন্দ্র করে থাকা স্নেহ-সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরাই এই ছড়াগুলির উপস্থাপক। অনেকক্ষেত্রেই এই ধরনের ছড়াগুলিতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয় তা আপাত অর্থহীন। তবে অনেক